বিনুভাই রণছোড়ভাই প্যাটেল

বনাম

রাজীবভাই দুদাভাই প্যাটেল এবং অন্যান্যরা

(২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫২৫)

১৬ই মে, ২০১৮

[জে. চেলামেশ্বর এবং সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – অধ্যায় XVII – ধারা ২১১, ২১২ এবং ২১৩ – অভিযোগ গঠনের ত্রুটি – অভিযুক্ত ব্যক্তিদের খালাস – হস্তক্ষেপ, যদি অনুমোদিত হয় – ১৭ জন ব্যক্তির আক্রমণে অভিযোগক্রমে তিনজন ব্যক্তি নিহত এবং পাঁচজন ব্যক্তি আহত হন – দায়রা আদালত ৪ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে, যেখানে অবশিষ্ট ১৩ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পান – বিভিন্ন অভিযুক্তের খালাসের বিরুদ্ধে রাজ্য আপিল করে, যা হাইকোর্ট খারিজ করে দেয় – আপিলের উপর, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: বর্তমান মামলায় যেখানে তিনজন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন, সেখানে ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ প্রতিটি মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে নামযুক্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গঠন করা উচিত ছিল – তবে, কোনো স্পষ্ট অভিযোগ গঠন করা হয়নি – অভিযুক্তরা আইনের অধীনে জানতে অধিকারী যে তাদের কোন অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে – আরও, যেহেতু অভিযোগকারী ধারা ১৪৯ আহ্বান করেছে, তাই ধারা ১৪৯, ভারতীয় দণ্ডবিধি-এর সাহায্যে কোন অভিযুক্তদের কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে তা উল্লেখ করে অভিযোগ গঠন করা উচিত ছিল – দায়রা আদালত একটি বেআইনি সমাবেশর অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত রেকর্ড করেনি – রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কেও কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল না – হাইকোর্ট অভিযোগ গঠনের এই ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে – তবে, অভিযোগ গঠন ত্রুটিপূর্ণ এই কারণ সহ অন্যান্য কারণে বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের খালাস বাতিল করা ন্যায়সঙ্গত হবে না – সাধারণত, এর পরিণতি হওয়া উচিত একটি নতুন বিচার, কিন্তু অপরাধ সংঘটনের ২৬ বছর পর এই ধরনের পদক্ষেপ কোনো কার্যকর উদ্দেশ্য পূরণ করবে না, কারণ মধ্যবর্তী সময়ে কিছু অভিযুক্ত মারা গেছে – এই মামলার অপরাধের শিকারদের পাবলিক ল ড্যামেজ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে – প্রতিটি মৃত ব্যক্তির পরিবারকে রাজ্য দ্বারা ২৫,০০,০০০/- টাকা করে এবং আহত সাক্ষীদের, যদি এখনও জীবিত থাকে, অন্যথায় তাদের পরিবারকে ১০,০০,০০০/- টাকা করে প্রদান করতে হবে – ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩০২, ১৪৯, ১৪১, ১৪৩, ১৪৬-১৪৮, ৩০৭, ৩২৩ এবং ৩২৬ – বোম্বে পুলিশ আইন – ধারা ১৩৫ – ভারতের সংবিধান – ধারা ২১ – সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ – ধারা ৩৩ – পরোক্ষ দায়বদ্ধতার মতবাদ।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ১৪১ – বেআইনি সমাবেশ – এর উপাদান – আলোচনা করা হয়েছে।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ১৪৯ – এর পরিধি এবং প্রশস্ততা – আলোচনা করা হয়েছে।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০– ধারা ১৪৬-১৪৮ – এর অধীনে অপরাধ, এর মধ্যে পার্থক্য – আলোচনা করা হয়েছে।

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ – এর অধীনে প্রণীত 'বিষয়', ১৯৭৩ সালের সিআরপিসির অধীনে প্রণীত 'চার্জ' থেকে ভিন্ন – আলোচনা করা হয়েছে – ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করে: ১.১) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২১১ থেকে ২১৩-এর মধ্যে ফৌজদারি বিচারে কোনও অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ রয়েছে। এই বিধানগুলি একটি ন্যায্য প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের আদেশের প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি পদ্ধতি দ্বারা করা উচিত। অভিযুক্তদের আইনে সুনির্দিষ্টভাবে জানার অধিকার রয়েছে যে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিচার করা হচ্ছে।[অনুচ্ছেদ ১৫][১০৬১ – এ – বি]

১.২) যে ক্ষেত্রে সমস্ত অভিযুক্তের হামলায় তিনজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে নাম থাকা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগের ভিত্তিতে আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ অবশ্যই তৈরি করা হয়েছে। তিনজনের মধ্যে প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটানো বা পাঁচজনের মধ্যে প্রত্যেককে আঘাত করা একটি স্বতন্ত্র অপরাধ। এটিও প্রয়োজন যে আদালত আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযুক্তের অপরাধ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ফলাফল রেকর্ড করবে। যদি তিনজন ভিন্ন ভিন্ন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, তবে পৃথক অভিযোগ গঠন করা উচিত ছিল যে অভিযুক্তদের মধ্যে কার বিরুদ্ধে মৃত্যু ঘটানোর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে তিনজন ভিন্ন মৃত ব্যক্তির মধ্যে একজন। অভিযুক্তদের মধ্যে কাউকেই শেষ পর্যন্ত আইপিসি ধারা ১৪৯-এর সাথে পঠিত আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য পরোক্ষভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয় না। কোনও ভুল বা অনিয়মিত অথবা এমনকি নির্দিষ্ট অভিযোগের অনুপস্থিতি আদালত কর্তৃক রেকর্ডকৃত দোষী সাব্যস্ততাকে অবৈধ ঘোষণা করবে না, যদি না আপিল আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা

আসলে এর ফলে ঘটেছে।[অনুচ্ছেদ ১৩, ১৬ এবং ১৮][১০৬১ – ই – এইছ; ১০৬২ এ , ডি – ই]

১.৩) 'বেআইনি সমাবেশ' গঠনকারী বিপুল সংখ্যক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আক্রমণ ও হত্যা করার অভিযোগ থাকলে, প্রত্যেক অভিযুক্তের প্রাণঘাতী আঘাত বা কোনও আঘাত করার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে আইপিসি-র ধারা ১৪৯-এর আহ্বান আবশ্যক, যাতে এই ধরনের বেআইনি সমাবেশর সদস্যদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে শাস্তি দেওয়া যায়, যদিও নথিভুক্ত প্রমাণ ন্যায়সঙ্গত হলে যথাযথ ক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাত করার জন্য তাদের অভিযুক্ত করা হয় না। এই ধরনের 'বেআইনি সমাবেশে' একজন অভিযুক্তের উপস্থিতিই তাকে আক্রমণের শিকার ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য আইপিসি ধারা ১৪৯-এর অধীনে পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট, তবে শর্ত থাকে যে অভিযুক্তদের বলা হবে যে তাদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আইপিসি ধারা ১৪৯-এর অধীনে পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ হওয়ার অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে। ধারা ১৪৯ যথাযথভাবে আহ্বান ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থতা বিপুল সংখ্যক অপরাধীকে অপরাধের সাথে পালাতে সক্ষম করে।[অনুচ্ছেদ ১৯][১০৬২ – ই – জি]

১.৪) ধারা ১৪১, ১৪৬ এবং ১৪৮ আইপিসি স্বতন্ত্র অপরাধ সৃষ্টি করে। ধারা ১৪৯ শুধুমাত্র একটি ভিকারিয়াস দায়বদ্ধতা তৈরি করে। তবে, ধারা ১৪৬, ১৪৮ এবং ১৪৯-এ ভিকারিয়াস দায়বদ্ধতার মতবাদের উপর ভিত্তি করে কিছু আইনী ঘোষণা রয়েছে। যেকোনো একটি বিধানের অধীনে শাস্তির জন্য দায়ী হতে হলে, মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হল ধারা ১৪১ এর অধীনে সংজ্ঞায়িত একটি বেআইনি সমাবেশর অস্তিত্ব, যা ধারা ১৪৩ আইপিসি এর অধীনে শাস্তিযোগ্য। একটি বেআইনি সমাবেশর ধারণার দুটি উপাদান রয়েছে- (i) রাজ্যসভাে কমপক্ষে পাঁচজন ব্যক্তি থাকা উচিত; (ii) তাদের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকা উচিত যাতে তারা অপরাধ করতে পারে বা এতে উল্লেখিত যেকোনো একটি লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।[অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮][১০৬৬ – ডি – জি]

১.৫) কোনও ব্যক্তি (i) ধারা ১৪৩, ১৪৬ বা ১৪৮ এর অধীনে যে কোনও একটি অপরাধের জন্য দোষী বা (ii) ধারা ১৪৯ এর অধীনে অন্য কোনও অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে এই ব্যক্তি পাঁচজনেরও কম নয় এমন একটি 'বেআইনি সমাবেশর' সদস্য, যার মধ্যে ৫ জনের প্রত্যেকের পরিচয় প্রমাণিত হোক বা না হোক। যদি সেই তথ্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তদন্তের পরবর্তী ধাপ হল বেআইনি সমাবেশর সাধারণ উদ্দেশ্য ১৪১ আইপিসি ধারার অধীনে নির্দিষ্ট ৫টি তালিকাভুক্ত বস্তুর মধ্যে একটি কিনা।

রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণত প্রতিটি ঘটনার পরিস্থিতি যেমন রাজ্যসভার সময় এবং স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়, পৃথক সদস্যদের আচরণ থেকে পৃথকভাবে রাজ্যসভার আচরণ রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেয়। শুধুমাত্র রাজ্যসভার এই ধরনের পৃথক সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে একটি রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করা অনুমোদিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি পাঁচজনের বেশি লোক একত্রিত হয় এবং মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে যার ফলে অবশেষে ভুক্তভোগীর মৃত্যু হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা ভুল যে এই রাজ্যসভার একজন বা কিছু সদস্য মারাত্মক আঘাতকারীদের সাথে সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেননি (যেমন চিকিৎসা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত); কেবল এই কারণে যে এই সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত আঘাত তুলনামূলকভাবে কম গুরুতর এবং অ-প্রাণঘাতী।[অনুচ্ছেদ ২৯, ৩০][১০৬৬ – জি – এইচ; ১০৬৭ – এ – ডি]

২) দায়রা আদালত 'বিষয়' গঠনের ভান করেছিল – যা দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে বিধিবদ্ধভাবে বাধ্যতামূলক একটি অনুশীলন। কিন্তু, জানা গেছে যে গুজরাট রাজ্যে ফৌজদারি মামলার বিচারেও 'বিষয়' গঠনের প্রথা প্রচলিত আছে। 'বিষয়' এবং 'অভিযোগ' একই জিনিস নয়। এগুলি বিচার শুরুর আগে গঠন করা হয় না। এগুলি শুধুমাত্র রায় লেখার সময় 'চিহ্নিত' করা হয়। দায়রা বিচারক দ্বারা গঠিত ২ এবং ৪ নং বিষয়গুলি বেআইনি সমাবেশ, দাঙ্গা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে পরোক্ষ দায়বদ্ধতার অপরাধ সম্পর্কিত। ২ নং বিষয় বেআইনি সমাবেশ এবং দাঙ্গার অপরাধের প্রসঙ্গে বিচারের সম্মুখীন হওয়া সমস্ত অভিযুক্তের উল্লেখ করে। ৪ নং বিষয় ধারা ৩০২ এর সাথে ধারা ১৪৯ ভারতীয় দণ্ডবিধি-এর অধীনে অপরাধের প্রসঙ্গে "সমস্ত অভিযুক্ত"-এর উল্লেখ করে না। যেহেতু অভিযোগকারী ধারা ১৪৯ আহ্বান করেছে, তাই ধারা ১৪৯-এর সাহায্যে কোন অভিযুক্তদের কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে তা উল্লেখ করে অভিযোগ গঠন করা উচিত ছিল। দায়রা আদালতের রায় থেকে, (i) একটি বেআইনি সমাবেশর অস্তিত্ব, (ii) যদি এটি বিদ্যমান থাকে, তবে বেআইনি সমাবেশে কতজন (সদস্য সংখ্যা) উপস্থিত ছিল, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত রেকর্ড করা হয়নি। ধারা ১৪৩ ভারতীয় দণ্ডবিধি-এর অধীনে অপরাধ সংঘটনের একটি অভিযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। রাজ্যসভাটি ১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল নাকি কম (সংখ্যা) এবং ১৭ জন অভিযুক্তের মধ্যে কারা রাজ্যসভাে উপস্থিত ছিল (পরিচয়) সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য

সম্পর্কেও কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল না। ফলস্বরূপ, দায়রা আদালত কর্তৃক কোনও অনুসন্ধান নথিভুক্ত করা হয়নি যে ১৪৩ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য বেআইনি সমাবেশর অপরাধ সমস্ত বা কিছু অভিযুক্ত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল কিনা। বিচার আদালত ৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসি ১৪৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেছে। রেকর্ডটি খুব স্পষ্ট নয় যে অভিযুক্তদের বলা হয়েছিল যে তারা বেআইনী রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার অভিযোগের মুখোমুখি হবে, যার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল তিন মৃতকে হত্যা করা।[অনুচ্ছেদ ৩৩, ৩৬][১০৬৭ – এইছ ; ১০৬৮ – এ – বি , এইছ; ১০৬৯ – এ – জি]

৩) নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে বর্তমান মামলায় খালাসের সিদ্ধান্ত বাতিল করা ন্যায়সঙ্গত হবে না: (i) অভিযোগ গঠন গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুসারে ছিল না; অথবা (ii) নিম্ন আদালতগুলি অভিযুক্তরা যে বিভিন্ন অপরাধ করেছে বলে বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত রেকর্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে; অথবা (iii) বিচার আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা খালাসের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে প্রথম আপিল আদালতের যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। উপরোক্ত সমস্ত কারণের জন্য, এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত ছিল যে, বর্তমান মামলায় ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটেছে, তা ক্ষতিগ্রস্তদের দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক বা এমনকি দোষী সাব্যস্ত অভিযুক্তদের দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক। এর পরবর্তী সবচেয়ে স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া উচিত ছিল একটি নতুন বিচারের আদেশ দেওয়া, কিন্তু অপরাধ সংঘটনের ২৬ বছর পর এই ধরনের পদক্ষেপ কোনো কার্যকর উদ্দেশ্য পূরণ করবে না, কারণ মধ্যবর্তী সময়ে কিছু অভিযুক্ত মারা গেছে। প্রতিটি মৃত ব্যক্তির পরিবারকে পাবলিক ল ড্যামেজ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং রাজ্য দ্বারা ২৫,০০,০০০/- টাকা করে প্রদান করতে হবে এবং আহত সাক্ষীদের, যদি এখনও জীবিত থাকে, অন্যথায় তাদের পরিবারকে ১০,০০,০০০/- টাকা করে প্রদান করতে হবে।[অনুচ্ছেদ ৩৯, ৪৩ , ৪৪][১০৭১ – ই – জি ; ১০৭৩ – ই – জি ; ১০৭৪ – এ – বি]

শম্ভু নাথ সিং ও অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য এ.আই.আর. ১৯৬০ এস.সি. ৭২৫; এশের সিং বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য (২০০৪) ১১ এস.সি.সি. ৫৮৫ : [২০০৪] ২ এস.সি.আর. ১১৮০; মাসালতি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এ.আই.আর. ১৯৬৫ এস.সি. ২০২ : [১৯৬৪] এস.সি.আর. ১৩৩; দলবীর সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০৪) ৫ এস.সি.সি. ৩৩৪; শিবাজী সাহাবরাও বোবাদে ও আরেকজন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭৩) ২ এস.সি.সি. ৭৯৩ : [১৯৭৪] ১ এস.সি.আর. ৪৮৯; নীলাবতী বেহেরা (স্মৃতি) ওরফে ললিতা বেহেরা (সুপ্রিম কোর্ট

লিগ্যাল এইড কমিটির মাধ্যমে) বনাম ওড়িশা রাজ্য ও অন্যান্যরা (১৯৯৩) ২ এস.সি.সি. ৭৪৬ : [১৯৯৩] ২ এস.সি.আর. ৫৮১—উক্ত রায়সমূহের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

শিও মহাদেও সিং বনাম বিহার রাজ্য (১৯৭০) ৩ এস.সি.সি. ৪৬; লালজি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (১৯৮৯) ১ এস.সি.সি. ৪৩৭ : [১৯৮৯] ১ এস.সি.আর. ১৩০; বালা সীতারামাইয়া বনাম পেরিকে এস. রাও (২০০৪) ৪ এস.সি.সি. ৫৫৭ : [২০০৪] ৩ এস.সি.আর. ২৮; রাম গোপে বনাম বিহার রাজ্য এ.আই.আর. ১৯৬৯ এস.সি. ৬৮৯ : [১৯৬৯] এস.সি.আর. ৫৫৮; যশবন্ত ও অন্যান্যরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭২) ৩ এস.সি.সি. ৬৩৯ : [১৯৭৩] ১ এস.সি.আর. ২৯১; মাঙ্গা ওরফে মান সিং বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য (২০১৩) ৭ এস.সি.সি. ৬২৯ : [২০১৩] ৩ এস.সি.আর. ১৭৫; দলীপ সিং ও অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এ.আই.আর. ১৯৫৩ এস.সি. ৩৬৪ : [১৯৫৫] এস.সি.আর. ৩৯৩; সুন্দর সিং বনাম রাজ্য এ.আই.আর. ১৯৫৫ অলাহাবাদ ২৩২ (এফ.বি.); সাবির বনাম কুইন এম্প্রেস (১৮৯৪) আই.এল.আর. ২২ ক্যালকাটা ২৭৬; পুনঃ চোইতানো রান্টো ও অন্যান্য এ.আই.আর. ১৯১৬ মাদ্রাজ ৭৮৮—উক্ত রায়সমূহের প্রতি উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

এআইআর ১৯৬০ এসসি ৭২৫	নির্ভরশীল	প্যারা ১৪
(১৯৭০) ৩ এসসিসি ৪৬	উল্লেখিত	প্যারা ১৪
[১৯৮৯] ১ এসসিআর ১৩০	উল্লেখিত	প্যারা ১৪
[২০০৪] ২ এসসিআর ১১৮০	নির্ভরশীল	প্যারা ১৭
(২০০৪) ৫ এসসিসি ৩৩৪	নির্ভরশীল	প্যারা ১৮
[২০০৪] ৩ এসসিআর ২৮	উল্লেখিত	প্যারা ২০
[১৯৬৯] এসসিআর ৫৫৮	উল্লেখিত	প্যারা ২১
[১৯৭৩] ১ এসসিআর ২৯১	উল্লেখিত	প্যারা ২৩
[২০১৩] ৩ এসসিআর ১৭৫	উল্লেখিত	প্যারা ২৩
[১৯৫৫] এসসিআর ৩৯৩	উল্লেখিত	প্যারা ২৩
এআইআর ১৯৫৫ অল ২৩২(এফবি)	উল্লেখিত	প্যারা ২৪
(১৮৯৪) আইএলআর ২২ ক্যাল ২৭৬	উল্লেখিত	প্যারা ২৬
এআইআর ১৯১৬ ম্যাড ৭৮৮	উল্লেখিত	প্যারা ২৬
[১৯৬৪] এসসিআর ১৩৩	নির্ভরশীল	প্যারা ২৬
[১৯৭৪] ১ এসসিআর ৪৮৯	নির্ভরশীল	প্যারা ৪২
[১৯৯৩] ২ এসসিআর ৫৮১	নির্ভরশীল	প্যারা ৪৪

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫২৫।

১৯৯৬ সালের ১৩৮ নং ফৌজদারি আপিলে আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের ০৫.১০.২০০৪ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

সঙ্গে

২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫২৬-১৫২৭।

এস. নাগামুথু (এসি), সুশ্রী তারান্নুম চিমা (এসি), এ. সেলভিন রাজা, অনিরুদ্ধ পি. মাই, অবনীশ এম. ওজা, সিরাজ জৈন, ডি. এন. রায়, শ্রীমতি হেমন্তিকা ওয়াহি, সুশ্রী বিশাখা, আর. পি. ওয়াধওয়ানি, শ্রীমতী স্মৃতি সুরেশ, শ্রীমতী হীরাল গুপ্তা, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

'আদালতের রায় ও আদেশ প্রদান করেন

চেলামেশ্বর, বিচারপতি। ১) ১১.০৭.১৯৯২-এ, রাত প্রায় ১০.১০-এ, নানা আঙ্কাদিয়া গ্রামে একটি ঘটনা ঘটে, যাতে ৩ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হয়। হাইকোর্টের রায় থেকে এটি প্রতীয়মান হয়ঃ

"...ঘটনাটি সম্পর্কে তথ্য আমরেলি (গ্রামীণ) থানার পিএসও ওয়্যারলেস বার্তার মাধ্যমে পিএসআই শ্রী এনজি রাজপুতকে জানান। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে, পিএসআই রাজপুত নানা আঙ্কাদিয়া গ্রামে গিয়ে ভিকাভাইয়ের দোকানের কাছে তিনটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এবং আরও কিছু তথ্য পাওয়ার পর, তিনি আমরেলি হাসপাতালে যান এবং বিনু রণছোড়ের কাছ থেকে অভিযোগ রেকর্ড করেন, যা ১২.০৭.১৯৯২ তারিখে রাত ১.৩০ মিনিটে নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, পিএসআই রাজপুত বিবৃতি রেকর্ড, পঞ্চনামা এবং মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তদন্ত শুরু করেন।"

২) তদন্ত শেষে, ১৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয় কারণ বাকি দুই অভিযুক্ত এ-১৬ এবং এ-১৭ কিছুদিন ধরে পলাতক ছিলেন। মামলাটি আমরেলির দায়রা আদালতে পাঠানো হয় কারণ অপরাধগুলি কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য ছিল। দায়রা মামলা নং ১১৮/১৯৯২-এ, ১৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচার পরিচালিত হয়। দুই পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করার পরেও বাকিদের বিচার থেকে আলাদা করে বিচার করা হয় এবং আমরেলির ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিশেষ বিচারকের সামনে দায়রা মামলা নং ৫৮/৯৮-তে তাদের পৃথকভাবে বিচার করা হয়।

৩) দায়রা মামলা নং ১১৮/১৯৯২-এ, দায়রা আদালত ১৭.০১.১৯৯৬ তারিখের রায়ে নিম্নরূপে এ-১, এ-৫, এ-১০ এবং এ-১২-এর দোষী সাব্যস্তকরণ রেকর্ড করেছে।

বিনুভাই রণছোড়ভাই প্যাটেল বনাম রাজীবভাই দুদাভাই প্যাটেল ১০৫৭

[চেলামেশ্বর, বিচারপতি]

"অভিযোগপত্র অনুযায়ী, অভিযুক্ত নম্বর ১০ এবং ১২, যথাক্রমে নানজিভাই খোদাভাই ও রতিলাল নাগজি, বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এবং ১৪৮ এবং বি.পি. আইনের ধারা ১৩৫(১) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, অভিযুক্ত নম্বর ১০ এবং ১২-কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২, ১৪৮ এবং বি.পি. আইনের ধারা ১৩৫(১) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। অভিযুক্ত নম্বর ১, রাভজি দুদাকে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৬ এবং ১৪৮ এবং বি.পি. আইনের ধারা ১৩৫(১) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হলো। অন্যদিকে, অভিযুক্ত নম্বর ৫, মনুভাই মাকানভিয়াকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৬, ৩২৩ এবং ১৪৮ এবং বি.পি. আইনের ধারা ১৩৫(১) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হলো। অন্য অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপ্রক্ষ সন্দেহাতীতভাবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সুতরাং অভিযুক্ত নম্বর ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৩, ১৪ এবং ১৫-কে সন্দেহের সুবিধা প্রদান করে বেকসুর খালাস দেওয়া হলো। যদি তারা অন্য কোনো মামলায় প্রয়োজনীয় না হয়, তাহলে অভিযুক্ত নম্বর ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৩ এবং ১৪-কে বিচারিক হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। অভিযুক্ত নম্বর ২, ৪, ৯ এবং ১৫ জামিনে মুক্ত ছিলেন, তাদের জামিননামা বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হলো।"

এবং ১৭.০১.১৯৯৬ তারিখের পৃথক আদেশে, এ-১০ এবং এ-১২-কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল [এরপরে "আইপিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে]; আইপিসি ধারা ১৪৮-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড; এবং বোম্বে পুলিশ আইনের ধারা ১৩৫ (১)-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড [এরপরে "বিপি আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে]

৪) এ-১ কে ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা জরিমানার সাজা দেওয়া হয়েছিল-আইপিসি ধারা ৩২৬ এর অধীনে একটি অপরাধের জন্য এবং আইপিসি ধারা ১৪৮ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিপি আইনের ধারা ১৩৫ (১) এর অধীনে একটি অপরাধের জন্য ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড।

৫) এ-৫-কে আইপিসি ধারা ৩২৬-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং আইপিসি ধারা ১৪৮-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, আইপিসি ধারা ৩২৩-এর অধীনে অপরাধের জন্য ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিপি আইনের ধারা ১৩৫ (১)-এর অধীনে অপরাধের জন্য ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

৬) দোষী সাব্যস্ত সমস্ত অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজাকে চ্যালেঞ্জ করে গুজরাট হাইকোর্টের কাছে আপিল নং ১৬৬/১৯৯৬ পছন্দ করে। বাকি

তেরোজন অভিযুক্তের খালাসকে চ্যালেঞ্জ করে গুজরাট রাজ্য ফৌজদারি আপিল নং ১৬৭/১৯৯৬ দায়ের করে। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে মূল অভিযোগকারী দায়রা আদালতের এগারো জন অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একটি ফৌজদারি সংশোধন পিটিশন নং ১৩৮/১৯৯৬ দায়ের করেছে।

৭) "দুই পলাতক আসামি নং ১৬ এবং ১৭" কে "আইপিসির ১৪৭, ১৪৮, ১২০খ, ৩০২ এবং ৩০৭ ধারার অধীনে এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১)(ক) ধারা এবং বোম্বে পুলিশ আইনের ১৩৫ ধারার অধীনে দায়রা মামলা নং ৫৮/৯৮[১]"-এ পৃথকভাবে বিচার করা হয়েছিল।" ১৯.০৭.২০০৩ তারিখের রায়ে আমরেলির ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তাদের দোষী সাব্যস্ত করেনি। গুজরাট রাজ্য ১৬ এবং ১৭ নম্বর আসামিদের খালাসের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আপিল নং ১২২৬/২০০৩ দায়ের করে।

৮) সমস্ত আপিল এবং পুনর্বিবেচনা একসঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল এবং হাইকোর্ট দ্বারা ৫.১০.২০০৪ তারিখের একটি সাধারণ রায় দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যা আমাদের সামনে বিভিন্ন আপিলের বিষয়।

৯) এ-১০ এবং এ-১২-এর আবেদন হাইকোর্ট খারিজ করে দেয়। অভিযুক্ত সংখ্যা ১ এবং ৫-এর আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত হয়। বিভিন্ন অভিযুক্তের খালাসকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যের আপিলগুলি *ডি ফ্যাক্টো* অভিযোগকারীর দায়ের করা পুনর্বিবেচনার সাথে খারিজ করে দেওয়া হয়। অতএব, রাজ্য এবং *ডি ফ্যাক্টো* অভিযোগকারীর দ্বারা এই আপিলগুলি।

১০) স্বীকারযোগ্যভাবে সমস্ত দোষীরা ইতিমধ্যে তাদের সাজা কাটিয়েছে। কিছু অভিযুক্ত এমনকি মারাও গেছে।

১১) এই আপিলগুলির নথির পরীক্ষা আমাদের বিপদে ফেলেছে। দায়রা আদালত এবং হাইকোর্টের রায়গুলি কাঙ্ক্ষিত হওয়ার জন্য অনেক কিছু ছেড়ে দেয়।

১২) দায়রা আদালতের রায় থেকে আমরা নিম্নলিখিত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করছি যেঃ

(১) ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করা হয়নি;

(২) আইপিসি-র ১৪৮ ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য ৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ (যদিও ত্রুটিপূর্ণভাবে তৈরি করা হয়েছে), দোষী সাব্যস্ত করা এবং সাজা দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়;

(৩) এখানে একটি সর্বজনীন অভিযোগ রয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধারা ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮ এর আওতাধীন অপরাধ করেছেন এবং ধারা

---

[১] ২.২, হাইকোর্টের রায়।

১৪৯ আইপিসির ৩০২ আইপিসির অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত;

(iv) রায়ে কোনও স্পষ্ট ফলাফল নেইঃ

(ক) একটি 'বেআইনি সমাবেশ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অর্থাৎ আই. পি. সি-র ১৪৩ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ সম্পর্কিত

(খ) মৃত এবং আহতদের উপর হামলায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা (চিহ্নিত বা না); অথবা

(গ) এই ধরনের অংশগ্রহণকারীদের পরিচয়।

(v) মৃত ৩ জনের মধ্যে একজনের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ময়নাতদন্ত পরিচালনাকারী ডাক্তারের প্রমাণ সম্পর্কে রায়টি এককভাবে নীরব। এতে কেবল সেই ডাক্তারের প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যিনি মৃতদের মধ্যে দুজনের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করেছিলেন;

(vi) রায়ে উল্লেখ করা হয়নি যে অভিযুক্ত ১০ এবং ১২ জন মৃত ৩ জনের মৃত্যুর জন্য দোষী নাকি তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যুর জন্য দোষী;

(vii) পরোক্ষ দায়বদ্ধতার প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে প্রমাণের আইনি বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক এবং আইনের নির্ধারিত নীতি অনুসারে নয়; এবং

(viii) লেনদেনে অভিযুক্তদের মধ্যে কেউ কেউ আহত হয়েছেন কিনা তা নির্দেশ করার জন্য নথিতে উপাদান রয়েছে তবে কোনও অপরাধ নথিভুক্ত এবং তদন্ত করা হয়েছে কিনা বা সেই বিষয়ে কারও বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে কিনা তা নির্দেশ করে এমন কোনও উপাদান নথিতে নেই।

১৩. দায়রা মামলা নং ১১৮/১৯৯২-এর রায় একটি সর্বজনীন বিবৃতি দিয়ে শুরু হয়ঃ

"এই মামলায় বর্তমান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৭, ৩২৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১২০খ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১)(কক) ধারা এবং বোম্বে পুলিশ আইনের ১৩৫ ধারার অধীনে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, এই অপরাধগুলির জন্য চার্জশিট দাখিল করা হল।"

পরে একই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"এই মামলায় পনেরো জন অভিযুক্ত আদালতে উপস্থিত ছিলেন আমার মাননীয় পূর্বসূরি ২১/৩/১৯৯৪ তারিখে প্রদর্শনী ১-এর নীচে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯ সহ

পঠিত ৩০২, ১২০-খ, ১৪৭ সহ পঠিত ৩০৭, ১১৪, ১২০-খ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ গঠন করেছেন এবং অভিযুক্ত নম্বর ৭, ৮ এবং ১১-এর বিরুদ্ধে আর্মস আইনের ধারা ২৭-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইনের ধারা ২৫-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এছাড়াও অস্ত্র বহনের জন্য আমরেলি জেলার জেলাশাসকের বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে যার জন্য অভিযুক্ত নম্বর ২, ৪, ৯, ১৫, ১০, ১২, ১৩, ১, ৩, ৬, ৭ এবং ৮-এর বিরুদ্ধে বোম্বে পুলিশ আইনের ধারা ১৩৫-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উচ্চারণ করা হয়েছে।"

উপরের বিষয়গুলি থেকে মনে হয় যে কোনও স্পষ্ট অভিযোগ গঠন করা হয়েছে বলে মনে হয় না। বার বার তদন্ত করা সত্ত্বেও আদালত যে অভিযোগ গঠন করেছে তা কোনও নথি আমাদের নজরে আনা হয় না। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এটি এমন একটি মামলা যেখানে সমস্ত অভিযুক্তদের হামলায় তিনজন মারা গিয়েছিলেন এবং পাঁচজন আহত হয়েছিলেন। তিনজনের প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটানো বা পাঁচজনের প্রত্যেককে আঘাত করা একটি স্বতন্ত্র অপরাধ। একইভাবে, ৩০৭ ধারার অধীনে একটি অপরাধ একটি নির্দিষ্ট ভুক্তভোগীর জন্য একটি স্বতন্ত্র অপরাধ, ১৪৭ এবং ১৪৮ ধারার অধীনে অপরাধগুলি স্বতন্ত্র অপরাধ। আইপিসি ধারা ১৪৯ একটি পৃথক অপরাধ তৈরি করে না তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি বেআইনী রাজ্যসভার সমস্ত সদস্যের পরোক্ষ দায়বদ্ধতা ঘোষণা করে।

১৪) এটি এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা শংভু নাথ সিং এবং অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য[২] মামলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

"ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৯ একটি বেআইনি সমাবেশর সদস্যদের সেই রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য করা কাজের জন্য বা বেআইনী রাজ্যসভার সদস্যদের মতো অপরাধের জন্য পরোক্ষ দায়বদ্ধতার ঘোষণাকারী সেই উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য সংঘটিত হতে পারে"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

তবে, কম ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু বেঞ্চ আছে যারা পর্যবেক্ষণ করেছে যে ধারা ১৪৯ একটি নির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র অপরাধ সৃষ্টি করে। শম্ভুনাথ সিং-এর মামলায় সিদ্ধান্তটি একটি বৃহত্তর বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার কারণে, সেখানে ঘোষিত আইনটিকে সঠিক আইনি অবস্থান ঘোষণাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে, আমরা আরও যোগ করতে পারি যে এটি ধারা ১৪৯-এর ভাষা এবং এর প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আইনের ব্যাখ্যার স্থির নীতিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

---

[২] এআইআর ১৯৬০ এসসি ৭২৫

[৩] শিও মহাদেও সিং বনাম বিহার রাজ্য, (১৯৭০) ৩ এসসিসি ৪৬ অনুচ্ছেদ ৯; লালজি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, ১৯৮৯ (১) এসসিসি ৪৩৭ অনুচ্ছেদ ৯

১৫) ফৌজদারি কার্যবিধি [এখানে "সিআরপিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে] এর অধ্যায় XVII ফৌজদারি মামলায় "অভিযোগ" নিয়ে আলোচনা করে। ২১১ থেকে ২১৩ ধারা ফৌজদারি বিচারে অভিযোগে থাকা প্রয়োজনীয় বিবরণগুলি নিয়ে আলোচনা করে। এই বিধানগুলি একটি ন্যায্য পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে কোনও অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করা উচিত - ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের আদেশের প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি পদ্ধতি। আইনে অভিযুক্তরা স্পষ্টভাবে জানার অধিকারী যে তারা কোন অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন হচ্ছে। এশার সিং বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য[৪] মামলায় এই আদালত দ্বারা এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল:

"এটি এমন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা নির্দিষ্ট অভিযোগের সুনির্দিষ্ট সূত্র যা প্রাথমিক পর্যায়ে তার প্রকৃতি জানার অধিকারী। একটি অভিযোগ কোনও অভিযোগ বা বিমূর্তভাবে দেওয়া তথ্য নয়, বরং কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ড আইন লঙ্ঘন করে করা বা বাদ দেওয়া কোনও কাজের ক্ষেত্রে করা অভিযোগ। অন্য কথায়, এটি কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে করা অভিযোগ। তদন্তের পরে একটি অভিযোগ তৈরি করা হয় যা আইপিসির ধারা ২২৪-এ ব্যবহৃত অভিযুক্ত অপরাধের জন্য কোনও ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার জন্য শব্দের জনপ্রিয় অর্থ থেকে আলাদা।"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

১৬) যে ক্ষেত্রে তিনজন ব্যক্তি মারা গেছেন, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ করা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবশ্যই তিনটি অভিযোগের ভিত্তিতে ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, ১৭ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনজন মৃত ব্যক্তির প্রত্যেকের মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, মৃতদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র অভিযোগ গঠন করা উচিত ছিল। এটিও প্রয়োজন যে আদালতকে অভিযুক্তের অপরাধের জন্য আইপিসি-র ধারা ৩০২-এর অধীনে একটি নির্দিষ্ট ফলাফল রেকর্ড করতে হবে। যদি তিনটি ভিন্ন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য বিভিন্ন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, তবে পৃথক অভিযোগ গঠন করা উচিত ছিল যে অভিযুক্তদের মধ্যে কার বিরুদ্ধে মৃত্যু ঘটানোর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে তিনজন ভিন্ন মৃত ব্যক্তির মধ্যে একজন। অভিযুক্তদের মধ্যে কার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে অভিযোগগুলিও প্রমাণিত হওয়া উচিত ছিল। ধারা ৩০২ এর অধীনে অপরাধের জন্য বা অভিযুক্তদের মধ্যে কে তিনজন মৃত ব্যক্তির মধ্যে এক বা একাধিকের মৃত্যু ঘটানোর জন্য আইপিসি ধারা ১৪৯ এর অধীনে পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ। অবশ্যই, অভিযুক্তদের কেউই শেষ পর্যন্ত

---

[৪] (২০০৮) ১১ এসসিসি ৫৮৫, অনুচ্ছেদ ২০

আইপিসির ৩০২ ধারার সাথে ১৪৯ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন না।

১৭) ধারা ১৪৭ এবং ১৪৮[৫]-এর আওতায় থাকা অপরাধের সংজ্ঞা অনুসারে, কোনও ব্যক্তিকে এই অপরাধের প্রকৃতির দ্বারা উভয় অপরাধের জন্য একযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। একজন ব্যক্তিকে কেবল ধারা ১৪৭ বা ধারা ১৪৮-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

১৮) দলবীর সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য[৬] মামলায় ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগ গঠন বা অভিযোগ বাদ দেওয়ার আইনি পরিণতি এই আদালত বিবেচনা করেছিল এবং এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"অনুবিধির ৪৬৪ ধারা অভিযোগ গঠনে বাদ পড়া, অনুপস্থিত থাকা, অথবা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। এই ধারার উপ-ধারা (১) অনুসারে, উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত, সাজা বা আদেশ কেবল এই কারণে অবৈধ বলে গণ্য করা হবে না যে কোন অভিযোগ গঠন করা হয়নি অথবা অভিযোগে কোন ত্রুটি, বাদ পড়া, অথবা অনিয়মের কারণে, যার মধ্যে কোন ভুল অভিযোগের সংযোজন অন্তর্ভুক্ত, যদি না আপিল, নিশ্চিতকরণ বা সংশোধন আদালতের মতে, ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে ঘটে থাকে।"

উপরের থেকে এটা স্পষ্ট যে একটি ভুল বা অনিয়মিত বা এমনকি একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের অনুপস্থিতি কোনও আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত দোষী সাব্যস্তকরণকে অবৈধ করে তুলবে না যদি না আপিল আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা আসলে এর ফলে ঘটেছে।

১৯) "বেআইনি সমাবেশ" গঠনকারী বিপুল সংখ্যক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আক্রমণ ও হত্যা করার অভিযোগ থাকলে, প্রত্যেক অভিযুক্তের প্রাণঘাতী আঘাত বা কোনও আঘাত করার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আপাত দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে এই ধরনের বেআইনি সমাবেশর সদস্যদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ধারা ১৪৯-এর আহ্বান অপরিহার্য, যদিও রেকর্ডের প্রমাণ ন্যায়সঙ্গত হলে যথাযথ ক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাত করার জন্য তাদের অভিযুক্ত করা হয় না। এই ধরনের 'বেআইনি সমাবেশে' একজন অভিযুক্তের উপস্থিতিই তাকে আক্রমণের শিকার ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য আইপিসি ধারা ১৪৯-এর অধীনে পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট, তবে শর্ত থাকে যে অভিযুক্তদের বলা হবে যে তাদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আইপিসি ধারা ১৪৯-এর অধীনে পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ হওয়ার অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে। যথাযথভাবে আহ্বান এবং ধারা ১৪৯ প্রয়োগ করতে ব্যর্থতা বিপুল সংখ্যক অপরাধীকে অপরাধের সাথে পালাতে সক্ষম করে।

---

[৫] 'ধারা ১৪৬ ১পিসি দাঙ্গার অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে। ধারা ১৪৭, আইপিসি দাঙ্গার অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে, ধারা ১৪৮, আইপিসি দাঙ্গার অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে

মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত।

[৬] (২০০৪) ৫ এস. সি. সি ৩৩৪

২০. বালা সীতারামাইয়া বনাম পেরিকে এস. রাও মামলায় এই আদালত বলেছে:

"৮. দুর্ভাগ্যবশত, দায়রা জজ ৩০২ ধারা পড়ুন ১৪৯ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেননি। এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ৩০২ ধারা পড়ুন ১৪৯ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধের উপাদানগুলি আনার জন্য প্রাসঙ্গিক অভিযোজন অভিযোগগুলিও দায়রা জজ কর্তৃক গঠিত অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অভিযুক্তদের বলা হয়নি যে তাদের একটি বেআইনি সমাবেশর সদস্য হওয়ার অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে এবং এই ধরনের রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং সেই সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণে হত্যা করা হয়েছিল এবং এর ফলে তাদের একটি গঠনমূলক দায় ছিল এবং এইভাবে তারা ৩০২ ধারা পড়ুন ১৪৯ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। অবশ্যই ১৪৯ ধারা উল্লেখ না করাকে একটি অনিয়ম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রকৃতি উল্লেখ না করাকে কেবল একটি অনিয়ম বলা যাবে না। বিচারের পর্যায়ে যদি এই ভুলটি লক্ষ্য করা যেত, তাহলে রায় দেওয়ার আগে যে কোনও সময় দায়রা জজ অভিযোগ সংশোধন করতে পারতেন। এই মামলায়, অভিযুক্তদের ৩০২ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অভিযোগের মুখোমুখি হতে বলা হয়েছিল এবং ৩০২ ধারা পড়ুন ১৪৯ ধারা অনুযায়ী কোনও অভিযোগ ছিল না। অতএব, ৩২৬ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্তকরণকে উল্টে দেওয়া এবং ৩০২/১৪৯ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় কারণ এই ধরনের অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ গঠন করা হয়নি।"

২১) যখন বিপুল সংখ্যক লোক একত্রিত হয় (একত্রিত হয়) এবং কোনও অপরাধ করে, তখন এটি সম্ভব যে বিধানসভার কিছু সদস্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে যা লেনদেনকে অপরাধ হিসাবে পরিণত করে এবং বাকি সদস্যরা সেই 'গুরুত্বপূর্ণ কাজে' অংশ নেয় না-উদাহরণস্বরূপ হত্যার ক্ষেত্রে, মারাত্মক আঘাতের প্ররোচনা। এই পরিস্থিতিতে, আইনসভা অপরাধের[৮] জন্য পরোক্ষ দায়বদ্ধতার ধারণাটি কাজে লাগানোর জন্য আইনী নীতির বিষয় হিসাবে উপযুক্ত বলে মনে করে।

---

[৭] (২০০৪) ৪ এস. সি. সি ৫৫৭,

[৮] অনুচ্ছেদ "রাম গোপ বনাম বিহার রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৬৯ এস. সি ৬৮৯ অনুচ্ছেদ ৫: যখন বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা ভুক্তভোগীর উপর সম্মিলিত আক্রমণ করা হয়, তখন প্রত্যেক অপরাধীর প্রকৃত ভূমিকা নির্ধারণ করা প্রায়শই কঠিন হয়। কিন্তু সেই কারণে সাধারণের বিচারের ক্ষেত্রে বেআইনি সমাবেশর কোনও সদস্যের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য, 'উদ্দেশ্য' বা এমন কোনও অপরাধের জন্য যা সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে বলে জানা গিয়েছিল, সদস্য হিসাবে প্রমাণিত ব্যক্তিরা সেই কাজটি করার ফলে উদ্ভূত পরিণতি থেকে বাঁচতে পারবেন না, যা অপরাধের সমান।

১৪৯ ধারা আইপিসি এমনই একটি বিধান। এটি বৃহত্তর জনস্বার্থে তৈরি একটি বিধান যাতে সমাজের শান্তি বজায় রাখা যায় এবং অন্যায়কারীদের (যারা সক্রিয়ভাবে অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতা করে বা সহায়তা করে) এই কারণে দায়মুক্তি দাবি করতে না পারে যে বেআইনি সমাবেশর সদস্য হিসেবে তাদের কার্যকলাপ সীমিত।

রাষ্ট্রপ্রক্ষ এবং/অথবা আদালতের (যেক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক লোক (৫ বা তার বেশি) সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন অপরাধ করার জন্য অভিযুক্ত এবং বিচারের সম্মুখীন হয়) দায়িত্ব - এই ধরণের দলের কিছু সদস্য অন্যান্য দলের কিছু সদস্যের দ্বারা সংঘটিত কোনও অপরাধের জন্য দায়ী কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এই ধরণের বিশ্লেষণের দুটি উপাদান রয়েছে - (i) ধারা ১৪৯ এর অধীনে সৃষ্ট প্রশস্ততা এবং দায়বদ্ধতা; এবং (ii) কোনও অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দায়ী করার জন্য প্রমাণিত তথ্য

২২) আই. পি. সি-র ধারা ১৪৯-এর প্রকৃত পরিধি এবং বিস্তার বোঝার জন্য আই. পি. সি-র অষ্টম অধ্যায়ের (ধারা ১৪১ থেকে ১৬০) পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন, যার শিরোনাম হল "জনসাধারণের শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ", ১৪১ থেকে ১৫৮ ধারা ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একটি গোষ্ঠী দ্বারা সম্মিলিতভাবে সংঘটিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত।

২৩) ধারা ১৪১ আইপিসি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির রাজ্যসভাকে 'বেআইনি সমাবেশ' হিসাবে ঘোষণা করে যদি এই ধরনের রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য উক্ত ধারায় বর্ণিত পাঁচটি উদ্দেশ্যের মধ্যে যে কোনও একটি অর্জন করা হয়। "গণনা করা উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল যে কোনও অপরাধ করা।" ধারা ১৪১, ধারা তৃতীয় "বা অন্যান্য অপরাধের অধীনে আসা শব্দগুলি কেবল অনধিকার প্রবেশ বা দুষ্টুমির ছোটখাটো অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এই শব্দগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি বা অন্য কোনও আইনের কোনও বিধানের অধীনে আসা সমস্ত অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করে।" এই জাতীয় আইনত অগ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মাত্র ৫ বা তার বেশি ব্যক্তির রাজ্যসভা আইপিসির ধারা ১৪৩ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য বেআইনী রাজ্যসভার অপরাধ গঠন করে। ১৪৩ ধারার[১২] অধীনে শাস্তি পাওয়ার জন্য এই ধরনের রাজ্যসভার দ্বারা কোনও প্রকাশ্য কাজ করার প্রয়োজন নেই।

২৪) যদি কোন বেআইনি সমাবেশ বা এর কোন সদস্য কর্তৃক উক্ত রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা ব্যবহার করা হয়,

---

[৯] যশবন্ত ও অন্যান্যরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (১৯৭২) ৩ এস. সি. সি. ৬৩৯

[১০] "ধারা ৪০" অপরাধ" ধারা ২ এবং এই ধারায় উল্লিখিত অধ্যায় এবং ধারা ব্যতীত," অপরাধ "শব্দটি এই কোড দ্বারা শাস্তিযোগ্য একটি জিনিসকে বোঝায়।"

[১১] মাঙ্গা ওরফে মান সিং বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য (২০১৩) ৭ এস. সি. সি. ৬২৯

[১২] দেখুন দলীপ সিং এবং ওরস বনাম পঞ্জাব রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৩ এস. সি ৩৬৪,

তাহলে উক্ত রাজ্যসভার প্রতিটি সদস্যকে ধারা ১৪৬ এর অধীনে ১৪৭ এর অধীনে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। ধারা ১৪৭-এর অধীনে দাঙ্গার অপরাধ গঠন করার জন্য, বল প্রয়োগ বা সহিংসতার ফলে সাধারণ উদ্দেশ্য[১৩] অর্জনের প্রয়োজন নেই। অন্য কথায়, বল প্রয়োগ বা সহিংসতার ফলে কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বা ধারা ১৪১-এর অধীনে গণনা করা পাঁচটি সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনও একটি অর্জনের প্রয়োজন নেই।

২৫) ধারা ১৪৮ ঘোষণা করে যে মারাত্মক অস্ত্রের সাথে সশস্ত্র দাঙ্গা দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্ড (তিন বছর) সহ শাস্তিযোগ্য একটি স্বতন্ত্র অপরাধ। ১৪৬ এবং ১৪৮ এর অধীনে অপরাধের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। ধারা ১৪৬ এর অধীনে একটি অপরাধ গঠনের জন্য, 'বেআইনী রাজ্যসভা'-এর সদস্যদের অস্ত্র বহন করার প্রয়োজন নেই। তবে ধারা ১৪৮ এর অধীনে একটি অপরাধ গঠনের জন্য, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি বেআইনী রাজ্যসভার সদস্য হতে হবে, এই ধরনের রাজ্যসভা ধারা ১৪৬ এর অধীনে দাঙ্গার অপরাধেও দোষী এবং ধারা ১৪৮ এর অধীনে একটি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি মারাত্মক অস্ত্র[১৪] দিয়ে সজ্জিত হতে হবে।

২৬) ধারা ১৪৯ দুটি আকস্মিকতার মধ্যে একটি পরোক্ষ দায়বদ্ধতার[১৫] প্রস্তাব দেয় এই ঘোষণা করে যে, (i) যদি কোনও বেআইনি সমাবেশর কোনও সদস্য সেই রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য কোনও অপরাধ করে, তবে এই জাতীয় বেআইনী রাজ্যসভার প্রতিটি সদস্য বেআইনী রাজ্যসভার অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী এবং (ii) এমনকি যদি বেআইনী রাজ্যসভার সমস্ত সদস্য কোনও নির্দিষ্ট অপরাধ করার জন্য একই সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ না করেন, যদি তাদের জানা থাকে যে রাজ্যসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কেউ সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট অপরাধ করতে পারে। আই. পি. সি-র ধারা ১৪৯-এর পরিধি এই আদালত মাসালতিতে[১৬] উল্লেখ করেছে

"এই জাতীয় ক্ষেত্রে নির্ধারণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল রাজ্যসভাটি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল কিনা এবং উক্ত ব্যক্তিরা ১৪১ ধারা দ্বারা নির্দিষ্ট হিসাবে এক বা একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা। এই প্রশ্নটি নির্ধারণ করার সময়, এটি বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে রাজ্যসভাে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন কিনা যারা কেবল নিষ্ক্রিয় সাক্ষী ছিলেন এবং রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্যকে উপভোগ করার

---

[১৩] দেখুন সুন্দর সিং বনাম টেটে, এ. আই. আর ১৯৫৫ আল ২৩২ (এফ. বি)

[১৪] দেখুন সাবির বনাম রানী সম্রাজ্ঞী, (১৮৯৪) আই. এল. আর ২২ ক্যাল ২৭৬; পুনঃ চোইতানো রান্টো এবং অন্যান্যরা, আকাশবাণী ১৯১৬ ম্যাড ৭৮৮

[১৫] দেখুন শম্ভু নাথ সিং বনাম বিহার রাজ্য, এ. আই. আর. ১৯৬০ এস. সি. ৭২৫।

[১৬] মাসালতিভ. ইউ. পি. রাজ্য, এ. আই. আর. ১৯৬৫ এস. সি. ২০২।

উদ্দেশ্যে না করেই নিষ্ক্রিয় কৌতূহলের বিষয় হিসাবে রাজ্যসভাে যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই বালাদিনের ক্ষেত্রে এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়; অন্যথায়, আইনে, এটি বলা ঠিক হবে না যে কোনও ব্যক্তিকে বেআইনী রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে ধরে নেওয়ার আগে, এটি অবশ্যই দেখাতে হবে যে তিনি কোনও অবৈধ প্রকাশ্য কাজ করেছেন বা রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসরণে কোনও অবৈধ বাদ দেওয়ার জন্য দোষী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ধারা ১৪৯ এ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনও বেআইনি সমাবেশর কোনও সদস্য সেই রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য কোনও অপরাধ করে থাকেন, বা সেই রাজ্যসভার সদস্যরা সেই উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য সংঘটিত হতে পারে বলে জানতেন, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি 'সেই অপরাধ করার সময় একই রাজ্যসভার সদস্য, সেই অপরাধে দোষী, এবং এটি জোরালোভাবে এই নীতিটি প্রকাশ করে যে ধারা ১৪৯ দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি এক অর্থে পরোক্ষ এবং সর্বদা এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয় না যে অপরাধটি আসলে বেআইনী রাজ্যসভার প্রতিটি সদস্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

২৭) উপরোক্ত ধারা থেকে দেখা যায়, ১৪১,১৪৬ এবং ১৪৮ ধারা স্বতন্ত্র অপরাধ সৃষ্টি করে। ধারা ১৪৯ শুধুমাত্র একটি পরোক্ষ দায়বদ্ধতা তৈরি করে। তবে, ধারা ১৪৬,১৪৮ এবং ১৪৯-এ পরোক্ষ দায়বদ্ধতার মতবাদের উপর ভিত্তি করে কিছু আইনি ঘোষণা রয়েছে। এই মতবাদটি দেওয়ানি আইনে বিশেষত নির্যাতনের শাখায় সুপরিচিত, তবে ফৌজদারি আইনে খুব কম প্রয়োগ করা হয় যখন একটি স্পষ্ট আইনী আদেশ থাকে। কোনও বিধানের অধীনে শাস্তির জন্য দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য, মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হল আইপিসি ধারা ১৪৩-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য ধারা ১৪১-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত একটি বেআইনী রাজ্যসভার অস্তিত্ব।

২৮) ১৪১ ধারা থেকে দেখা যায়, বেআইনি সমাবেশর ধারণার দুটি উপাদান রয়েছে;

(i) রাজ্যসভা কমপক্ষে পাঁচজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত; এবং.

(ii) কোনও অপরাধ করার বা তাতে বর্ণিত কোনও একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাদের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

কোনও উপসংহার রেকর্ড করার জন্য, যে কোনও ব্যক্তি (i) ১৪৩,১৪৬ বা ১৪৮ ধারার অধীনে যে কোনও একটি অপরাধে দোষী বা (ii) অন্য কোনও অপরাধের জন্য ধারা ১৪৯ এর অধীনে দায়বদ্ধ হলে, প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, এই ব্যক্তি কমপক্ষে পাঁচজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি 'বেআইনি সমাবেশর' সদস্য,

তা নির্বিশেষে ৫ জনের প্রত্যেকের পরিচয় প্রমাণিত হোক বা না হোক। যদি সেই সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তদন্তের পরবর্তী ধাপ হল বেআইনি সমাবেশর সাধারণ উদ্দেশ্য আইপিসি ১৪১ ধারার অধীনে নির্দিষ্ট ৫টি গণনা করা বস্তুর মধ্যে একটি কিনা।

৩০) রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণত প্রতিটি মামলার পরিস্থিতি থেকে সংগ্রহ করা হয় যেমন রাজ্যসভার সময় এবং স্থান, পৃথক সদস্যদের আচরণ থেকে আলাদা করে রাজ্যসভার আচরণ রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে। কেবলমাত্র এই জাতীয় পৃথক সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত প্রকাশ্য কাজের ভিত্তিতে একটি রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করা, আমাদের মতে, অগ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি পাঁচজনের বেশি লোক একত্রিত হয় এবং মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে যার ফলে শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগীর মৃত্যু হয়, তবে এই সিদ্ধান্তে আসা ভুল যে এই ধরনের রাজ্যসভার এক বা কিছু সদস্য যারা মারাত্মক আঘাত করেছেন তাদের সাথে সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেননি (যেমন চিকিৎসা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত); কেবল এই ভিত্তিতে যে এই ধরনের সদস্যদের দ্বারা সৃষ্ট আঘাতগুলি তুলনামূলকভাবে কম গুরুতর এবং অ-মারাত্মক,

৩১) ধারা ১৪৯-এর অধীনে বেআইনি সমাবেশর সদস্যদের উপর দায় চাপিয়ে দেওয়ার জন্য, বেআইনি সমাবেশর প্রত্যেক সদস্যের রাজ্যসভার সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য অপরাধ করা প্রয়োজন নয়। রাজ্যসভার সদস্যদের দ্বারা এই ধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কেবল জ্ঞানই যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, যদি একে ৪৭ রাইফেল বহনকারী পাঁচ বা ততোধিক সদস্য সম্মিলিতভাবে কোনও শিকারকে আক্রমণ করে এবং বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে তার মৃত্যু ঘটায়, তবে বিধানসভার এক বা দুই সদস্য আসলে তাদের অস্ত্র গুলি না চালানোর অর্থ এই নয় যে হত্যার অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল না।

৩২) সাধারণ বস্তুটির সনাক্তকরণের জন্য মূলত বেআইনি সমাবেশর সদস্যদের মানসিক অবস্থার মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই ধরনের মানসিক অবস্থার প্রমাণ সাধারণত অনুমানমূলক যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি বিপুল সংখ্যক লোক কুঠার এবং আগ্নেয়াস্ত্রের মতো মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে রাতের অন্ধকারে একটি প্রকাশ্য স্থানে জড়ো হয় এবং অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে, তবে আক্রমণকারী গোষ্ঠীর যে কোনও সদস্যকে বুদ্ধিমত্তায় বোকা হতে হবে যদি সে না জানত যে হত্যা একটি সম্ভাব্য পরিণতি হতে পারে।

৩৩) দায়রা আদালত 'বিষয়' গঠন করার কথা বলেছিল - একটি অনুশীলন যা আইনত দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে বাধ্যতামূলক,

মামলার রায়ের অন্যতম উপাদান হিসাবে। কিন্তু, আমাদের জানানো হয়েছে যে গুজরাট রাজ্যে কোনও ফৌজদারি মামলার বিচারেও "বিষয়গুলি" গঠনের প্রথা প্রচলিত। যাই হোক না কেন, স্পষ্টতই 'বিষয়গুলি' "অভিযোগগুলির" মতো নয়। বিচার শুরু হওয়ার আগে সেগুলি তৈরি করা হয় না। রায় লেখার সময় সেগুলি কেবল "চিহ্নিত" করা হয়।

৩৪) দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রণীত ইস্যু নং ২ এবং ৪ আইপিসির অধীনে বেআইনি সমাবেশ, দাঙ্গা এবং পরোক্ষ দায়বদ্ধতার অপরাধের সাথে সম্পর্কিত। ইস্যু নং ২ এবং ৪ নিম্নরূপ পড়া হয়েছেঃ

"(২) অভিযোগকারী পক্ষ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, নানা আঙ্কাডিয়া, তালুক আমরেলির কড়ভা ও লেউভা প্যাটেল, এবং তাদের মধ্যে শত্রুতার কারণে ১১/৭/৯২ তারিখে রাত প্রায় ২২-১৫ মিনিটে নানা আঙ্কাডিয়া গ্রামের বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ভিখাভাইয়ের দোকানের কাছে, জনসমক্ষে, এই মামলার সমস্ত অভিযুক্ত এবং পলাতক অভিযুক্ত চান্দুভাই বল্লভভাই এবং বল্লভভাই খোদভাই, এইভাবে এরা সকলেই একটি বেআইনি সমাবেশ গঠন করেছিল এবং নানা আঙ্কাডিয়া গ্রামের লেউভা প্যাটেলদের হত্যার সাধারণ উদ্দেশ্যে, হত্যার চেষ্টা করেছিল, এবং সেই সময় ও স্থানে, এই সমস্ত অভিযুক্ত এবং পলাতক অভিযুক্তরা তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল এবং ১৪৩, ১৪৭ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে কিনা তা রাষ্ট্রপ্রক্ষ প্রমাণ করতে পেরেছে কি?

(৪) রাষ্ট্রপ্রক্ষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে কি যে, অভিযুক্তরা তাদের বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তাদের বহন করা অস্ত্র ব্যবহার করে ছগনভাই প্রেমজিবাই প্যাটেল, মধুবাই মোহনভাই প্যাটেল এবং প্রাগজিভাই পর্বতভাই প্যাটেলের উপর আক্রমণ করেছিল এবং তাদের উপর গুলি চালিয়েছিল এবং এই কাজের মাধ্যমে তারা ভালভাবে জানত যে তারা নিশ্চিতভাবে নিহত হবে এবং তা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে এবং হত্যার উদ্দেশ্যে গুরুতর আঘাত করেছিল, এবং তিনজনকেই আক্রমণ করে হত্যা করা হয়েছিল, এই কাজ ২, ৪, ৫ এবং ৯ নং অভিযুক্ত লাঠি ব্যবহার করে, ১০ এবং ১২ নং অভিযুক্ত তলোয়ার ব্যবহার করে এবং ১, ৩ এবং ৬ নং অভিযুক্ত তাদের ধারিয়া ব্যবহার করে করেছিল, তিন মৃত ব্যক্তির আঘাত ও মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল, এবং এইভাবে অভিযুক্তরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ১৪৯ এবং ১১৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে?

[জোর দেওয়া হয়েছে]

৩৫। সংখ্যা নং ২-এ বেআইনি সমাবেশ এবং দাঙ্গার অপরাধের প্রেক্ষাপটে বিচারের সম্মুখীন সকল অভিযুক্তের সাথে পলাতক আসামিদের (পরবর্তীতে সেশনস

কেস নং ৫৮-এ বিচারের সম্মুখীন) উল্লেখ করা হয়েছে। ৪ নম্বর ইস্যুকে আইপিসি ধারা ১৪৯-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের প্রেক্ষাপটে "সমস্ত অভিযুক্তদের" উল্লেখ করা হয়নি। তবে অবৈধ (স্পষ্টতই বিদ্বান বিচারক বেআইনি বোঝাতে চেয়েছিলেন) রাজ্যসভার উল্লেখের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ধরে নিই যে দায়রা আদালত তিন ভুক্তভোগীর মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে সমস্ত অভিযুক্তের ধারা ১৪৯-এর অধীনে পরোক্ষ দায়বদ্ধতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। যেহেতু রাষ্ট্রপ্রক্ষ ধারা ১৪৯ প্রয়োগ করেছে, তাই অভিযুক্তদের মধ্যে কাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য চাওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে অভিযোগ গঠন করা উচিত ছিল।

৩৬) "দায়রা আদালতের রায় থেকে আমরা কোনও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেখতে পাই না (i) অবৈধ সমাবেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে (ii) যদি এটি বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাতে কতজন (সদস্যদের সংখ্যা) উপস্থিত ছিলেন। মনে রাখতে হবে যে অভিযোগটি এই যে সকল ১৭ জন অভিযুক্ত অবৈধ সমাবেশের সদস্য ছিলেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৩ এর অধীনে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। কোনো সিদ্ধান্ত নেই যে সমাবেশটি ১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল নাকি কম (সংখ্যা) এবং ১৭ জন অভিযুক্তের মধ্যে কারা উপস্থিত ছিলেন (পরিচয়) সেই সমাবেশে। এছাড়াও সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কেও কোনও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেই। এর ফলস্বরূপ, সেশন আদালত কোনো সিদ্ধান্ত রেকর্ড করেনি যে অবৈধ সমাবেশের অপরাধ যা ধারা ১৪৩ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য, তা সকল অভিযুক্ত বা তাদের মধ্যে কতজন দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। বিচারিক আদালত ৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধারা ১৪৮ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেছে। যৌক্তিকভাবে এটি অনুসরণ করে যে বিচারিক আদালত মত প্রকাশ করেছে যে একটি অবৈধ সমাবেশ ছিল। এর অর্থ পাঁচজনের বেশি ব্যক্তি হামলায় অংশগ্রহণ করেছিল। এমন ক্ষেত্রে, তর্কের স্বার্থে ধরেও নিলে যে ৪ জন দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির (এ-১ এবং এ-৫) বাইরে অন্য অভিযুক্তদের পরিচয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি, তবুও এ-১ এবং এ-৫, যারা ধারা ১৪৮ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সাধারণভাবে হত্যার অপরাধের জন্য এ-১০ এবং এ-১২ এর সাথে দায়ী হতে পারতেন (নিশ্চিতভাবে যদি তারা অভিযোগের ভুল কাঠামোর কারণে কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হন)। রেকর্ড থেকে স্পষ্ট নয় যে অভিযুক্তদের জানানো হয়েছিল কিনা যে তারা এমন একটি অবৈধ সমাবেশের সদস্য হওয়ার অভিযোগের সম্মুখীন হবেন, যার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল তিনজন নিহত ব্যক্তির হত্যা করা।"

৩৭) এ-১০ এবং এ-১২ এর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলতে গেলে, দায়রা আদালতের রায়ে কেবলমাত্র এই বিবৃতি যে অভিযুক্তদের মধ্যে দুজনকে আইপিসি এর ৩০২ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা লেনদেনের

ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুতে আইনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না। একইভাবে অন্য দুই অভিযুক্ত যারা আগে উল্লিখিত অন্যান্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, তারা যে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তার বিশদ বিবরণ জানার অধিকারী,

৩৮) আমরা এখন হাইকোর্টের রায় পরীক্ষা করব। হাইকোর্ট অভিযোগ গঠনের ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

'হাইকোর্ট ১৯ অনুচ্ছেদে একটি সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করেছে যে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীরা বিশ্বাসযোগ্য এবং তারা এই ঘটনার সাক্ষী। তবে, ২০[১৭] অনুচ্ছেদে, হাইকোর্ট নথিভুক্ত করেছে যে প্রতিটি অভিযুক্তের ভূমিকা, তাদের বহন করা অস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে পিডব্লিউ-র প্রমাণের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। হাইকোর্ট এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে দায়রা আদালত সন্দেহের সুবিধা দিয়ে ১১ জন অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে। আমাদের কাছে, এটা খুব স্পষ্ট নয় যে দায়রা আদালত বেআইনি সমাবেশে ১১ জন অভিযুক্তের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ করেছিল নাকি দায়রা আদালত বেআইনি সমাবেশ গঠনের জন্য অভিযুক্তদের প্রয়োজনীয় সংখ্যার প্রমাণের অভাবে বা সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রমাণের অভাবে "বেআইনি সমাবেশ"-এর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করেছিল যা রাজ্যসভাকে বেআইনি সমাবেশ হিসাবে উপস্থাপন করে (যদিও আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ৫ জনেরও বেশি লোক লেনদেনে অংশ নিয়েছিল)। হাইকোর্ট সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দায়রা আদালত আমাদের মতে, বেআইনি সমাবেশর অস্তিত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে অবিশ্বাস করে, যা ধারা ১৪৯, এর অধীনে অভিযুক্তের পরোক্ষ দায়বদ্ধতার সাথে রাষ্ট্রপক্ষের মামলা বিশ্লেষণের একটি অত্যন্ত অসন্তোষজনক উপায়।

হাইকোর্ট ৪ জন অভিযুক্তের (এ-২, এ-৪, এ-৯ এবং এ-১৫) উল্লেখ করে একটি সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করেছে, যাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপ্রক্ষের মতে লাঠি বহন করার অভিযোগ রয়েছে, তিনটি কারণে

যাইহোক, সমস্ত পিডব্লিউ নির্দিষ্টভাবে সমস্ত অভিযুক্তদের জড়িত করেনি। একইভাবে, তাদের দ্বারা অভিনীত ভূমিকা, 'তাদের দ্বারা বহন করা অস্ত্র' ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের প্রমাণের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে, যে আমাদের মতে সমস্ত অভিযুক্তের মতো স্বাভাবিক, ১৭ 'সংখ্যা হঠাৎ এসে হামলা শুরু করে এবং তাও রাতের বেলা যখন দৃশ্যমানতাও কম ছিল। একই কারণে, ন্যস্ত ট্রাল বিচারক সন্দেহের সুযোগ দিয়ে এ-২, এ-৩, এ-৪, এ-৬, এ-৭, এ-৮, এ-৯, এ-১১, এ, এ-১৩, এ-১৪ এবং এ-১৫-কে খালাস দিয়েছেন। অন্য কথায়, বিদ্বান বিচার বিচারক' বেআইনী রাজ্যসভা '-এর মামলাটিকে অবিশ্বাস করেছিলেন এবং অভিযুক্তদের তাদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। নথিতে থাকা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করার পরে, আমরা মনে করি যে এ-২, এ-৪, এ-৯ এবং এ-১৫-এর উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যাদের গাড়ি লাঠি থাকার অভিযোগ ছিল। অভিযোগকারী তাদের আরও বিবৃতিতে জড়িত করেছেন। একইভাবে অন্যান্য পিডব্লিউরাও তাদের আগের বক্তব্যের সাথে এই অভিযুক্তদের উপস্থিতি সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন। এটি ছাড়াও মৃতদের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে এবং আহতদের আঘাতের শংসাপত্রগুলিতে, আঘাতগুলি লাঠি দিয়ে সম্ভাব্য কোনও আঘাত প্রকাশ করে না।

একই প্রমাণের জন্য রেকর্ডে কোনও প্রমাণ নেই: (i) এফআইআরে তাদের নাম পাওয়া যায়নি (ii) চার অভিযুক্তের উপস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে পিডব্লিউ-র প্রমাণের উন্নতি হয়েছে এবং (iii) মেডিকেল প্রমাণ এমন কোনও আঘাত প্রকাশ করে না যা লাঠির দ্বারা মারধরের জন্য দায়ী হতে পারে। আমাদের মতে, হাইকোর্টের দেওয়া প্রথম দুটি কারণ আইনত গ্রহণযোগ্য, তবে, তৃতীয় কারণ, অর্থাৎ লাঠির কারণে আঘাতের অনুপস্থিতি, অগত্যা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না যে অভিযুক্তরা বেআইনী রাজ্যসভাে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু এই ধরনের আঘাতের অনুপস্থিতি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা বলে বলা যায় না যে চার অভিযুক্ত উপরে উল্লিখিত অন্যান্য দুটি কারণের পটভূমিতে বেআইনী রাজ্যসভাে অংশ নিয়েছিল কিনা। তবে দায়রা আদালত কর্তৃক সন্দেহের সুবিধা দেওয়া অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে সাতজনের ক্ষেত্রে একই ধরনের বিশ্লেষণ হাইকোর্টের রায়ে অনুপস্থিত।

বিষয়টির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে, লেনদেনের সময় অভিযুক্তদের মধ্যে অন্তত একজন (এ-৭) আহত হয়েছে বলে মনে হয় এবং হাইকোর্টের রায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই বিষয়ে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। একটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে অপরাধটি[১৮] পরীক্ষা করার জন্য রেকর্ডের সাথে কারচুপি করা হয়েছিল। বিষয়টির এই দিকটি ট্রায়াল কোর্ট বা হাইকোর্ট দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, ট্রায়াল কোর্টের রায়ে বিষয়টির এই দিকটি সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ রয়েছে তবে কোনও চূড়ান্ত ফলাফল রেকর্ড না করে,

৩৯) প্রশ্নটি হল, এই আদালত এই ভিত্তিতে খালাসের রায়কে বিপরীত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে কি না যে, (i) অভিযোগ গঠন অত্যন্ত ভুল এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির বিধান অনুসারে নয়; অথবা (ii) নীচের আদালতগুলি অভিযুক্তরা যে বিভিন্ন অপরাধ করেছে বলে বলা হয় সে সম্পর্কে যথাযথ ফলাফল রেকর্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে; অথবা (iii) ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক রেকর্ড করা খালাসের সিদ্ধান্তকে বিপরীত করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে আপিল আদালতের যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ? আমাদের মতে, প্রশ্নের উত্তরটি নেতিবাচক হওয়া উচিত।

---

[১৮] বিতর্কিত রায় অনুচ্ছেদ ৬।

"...মূলত, শ্রী শেঠনা দাখিল করেছেন যে তাৎক্ষণিক মামলার তদন্তও সন্দেহমুক্ত নয়। তাঁর মতে, এ-৭ দ্বারা প্রদত্ত এফআইআর-এর পদ্ধতি, যা প্রথম পর্যায়ের ঘটনা, তা যেভাবে চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং স্টেশন ডায়েরি ইত্যাদিতে করা তথ্য মুছে ফেলার ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা হাসপাতালে যেভাবে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তা থেকে বোঝা যাবে যে অভিযুক্তকে মিথ্যাভাবে জড়ানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৪০) এ-১৬ এবং এ-১৭-এর বিরুদ্ধে দায়রা মামলায় নং ৫৮/৯৮ স্বাধীনভাবে কোনও প্রমাণ নথিভুক্ত করা হয়নি। অন্যদিকে, দায়রা মামলা নং ১১৮/১৯৯২-এ নথিভুক্ত প্রমাণগুলি দায়রা মামলা নং ৫৮/১৯৯৮-এ প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩৩[১৯]-এ বিবেচিত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ব্যতীত কোনও তথ্যের প্রমাণের এই ধরনের পদ্ধতির অনুমতি দেয় না।

৪১) দায়রা আদালত কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির বৈধতা প্রমাণের জন্য নথিতে এমন কোনও উপাদান নেই। এই একক কারণে, ৫৮/৯৮ নং দায়রা মামলার সম্পূর্ণ বিচার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে নয়। এটি ভিন্ন বিষয় যে ৫৮/৯৮ নং দায়রা মামলায় বিচারের মুখোমুখি উভয় অভিযুক্তকেই ফাস্ট ট্র্যাক আদালত খালাস দিয়েছে। আদালত এবং হাইকোর্ট ফাস্ট ট্র্যাক আদালত কর্তৃক রেকর্ডকৃত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি।

৪২) এটি আপিলকারীর অভিযোগ যে অপরাধের গুরুত্ব এবং ৫ জন আহত সাক্ষীর সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ অভিযুক্ত কোনও শাস্তি ছাড়াই মুক্তি পেয়েছিল এবং তাই এই আবেদন।

আমরা আবেদনকারীর অভিযোগ বুঝতে পারি। বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ লায়ারের নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শব্দগুলি এই দেশের প্রতিটি ফৌজদারি আদালতের দেওয়ালে খোদাই করা উচিতঃ

"৬.... তিনি নীতিমালা বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণের সোনালী সুতো লালন করেছিলেন, যা আমাদের আইনের

---

[১৯] ৩৩, পরবর্তী কার্যধারায়, বর্ণিত তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণের যথার্থতা।-কোনও বিচার বিভাগীয় কার্যধারায়, বা আইন দ্বারা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির সামনে প্রদত্ত প্রমাণ, পরবর্তী বিচারিক কার্যধারায়, বা একই বিচারিক কার্যধারার পরবর্তী পর্যায়ে, প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক, যে তথ্যগুলি এটি বলে, যখন সাক্ষী মারা গেছেন বা পাওয়া যাবে না, বা প্রমাণ দিতে অক্ষম, বা প্রতিকূল পক্ষ দ্বারা পথ থেকে দূরে রাখা হয়েছে, বা যদি তার উপস্থিতি বিলম্ব বা ব্যয়ের পরিমাণ ছাড়া প্রাপ্ত করা যায় না, যা মামলার পরিস্থিতিতে আদালত অযৌক্তিক বলে মনে করে।

প্রদত্ত-

যে কার্যধারাটি স্বার্থে একই পক্ষ বা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল, যে প্রথম কার্যধারায় প্রতিকূল পক্ষের অধিকার এবং সুযোগ ছিল যে ইস্যুর প্রশ্নগুলি দ্বিতীয় কার্যধারার মতো প্রথমটিতে যথেষ্ট পরিমাণে একই ছিল

ব্যাখ্যা-একটি ফৌজদারি মামলা বা তদন্ত তিনি এই ধারার অর্থের মধ্যে প্রসিকিউটর এবং অভিযুক্তের মধ্যে একটি কার্যধারা বলে মনে করবেন।

[২০] শিবাজী সাহেবরাও বোবদে এবং আরেকজন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৭৯৩, অনুচ্ছেদ ৬

জালের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত, প্রতিটি ধারণা, দ্বিধা এবং সন্দেহের মাত্রাকে আলিঙ্গন করার জন্য মারাত্মকভাবে প্রসারিত করা উচিত নয়। এই মনোভাবের মধ্যে প্রতিফলিত হয় যে হাজার হাজার দোষী পুরুষ যেতে পারে কিন্তু একজন নির্দোষ শহীদ ভুগবে না, এটি একটি মিথ্যা দ্বিধা। কেবল যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ অভিযুক্তদের অন্তর্গত। অন্যথায় ন্যায়বিচারের যে কোনও ব্যবহারিক ব্যবস্থা তখন ভেঙে পড়বে এবং একজন দোষী ব্যক্তিকে হালকা হৃদয়ে খালাস করার দুষ্টতা হারাবে যেমন একজন বিদ্বান লেখক [গ্ল্যানভিল উইলিয়ামস 'প্রুফ অফ গিল্ট']-এ স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সহজ সত্যের বাইরে চলে যায় যে কেবল একজন দোষী ব্যক্তি শাস্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যদি অপরিবর্তিত খালাস সাধারণ হয়ে যায়, তবে তারা আইনের একটি নিন্দনীয় অবজ্ঞার দিকে পরিচালিত করে এবং এর ফলে অভিযুক্ত "ব্যক্তিদের" বিরুদ্ধে কঠোর আইনি অনুমান এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের আরও কঠোর শাস্তির জন্য জনসাধারণের দাবি ওঠে। সুতরাং, দোষীদের খুব ঘন ঘন খালাস একটি হিংস্র শাস্তিমূলক আইনের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত নির্দোষদের বিচারিক সুরক্ষাকে ক্ষয় করে।"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্য হয়েছিল যখন টাডা আইন, ১৯৮৭-এর ধারা ২১ অভিযুক্তকে তার নির্দোষতা প্রমাণ করার জন্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল এবং যখন সংসদ আইপিসি ধারা ৩৭৬-এর অধীনে ধর্ষণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের আরও বেশি কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য জনসাধারণের ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।

৪৩) উপরোক্ত সমস্ত কারণের জন্য, আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত ছিল যে ভুক্তভোগীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বা এমনকি দোষী সাব্যস্ত অভিযুক্তদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মামলার ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা রয়েছে। এরপরে সবচেয়ে স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া উচিত ছিল নতুন করে বিচারের আদেশ দেওয়া, কিন্তু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ২৬ বছর পর এই ধরনের পদক্ষেপ, আমাদের মতে, কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য সাধন করবে না কারণ ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে কিছু অভিযুক্ত অন্তর্বর্তী সময়ে মারা গেছে। আমরা এই সময়ে সাক্ষীদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত নই। সমস্ত সাক্ষী উপলব্ধ থাকলেও, এক চতুর্থাংশ শতাব্দীর পরে তাদের প্রমাণ রেকর্ড করা এবং অভিযুক্তদের দোষের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহারে আসার জন্য তার উপর নির্ভর করা কতটা নিরাপদ হবে?

৪৪) আমাদের মতামত হলো যে এই আদালতের একমাত্র করণীয় ব্যবস্থা হলো, এই মামলার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের জনগণের আইনগত ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, যেটি এই আদালত নীলাবতী বেহরা[২১] মামলায় নির্ধারিত নীতির আলোকে প্রদান করা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের মতামত হলো যে প্রতিটি নিহত ব্যক্তির পরিবারের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক ২৫,০০,০০০/- টাকা (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) করে প্রদান করা উচিত এবং আহত সাক্ষীদের (যদি তারা এখনও জীবিত থাকেন) অন্যথায় তাদের পরিবারের জন্য ১০,০০,০০০/- টাকা (দশ লক্ষ টাকা মাত্র মাত্র) করে প্রদান করা উচিত। এই অর্থ আজ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে বিচারিক আদালতে জমা দিতে হবে এবং জমা দেওয়ার পর সেশন বিচারক একটি তদন্তের মাধ্যমে দাবিদারদের অধিকার নিশ্চিত করার পর অর্থ বণ্টন করবেন।

৪৫) আমাদের মতে, এই মামলা একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত যে রাষ্ট্র তার সংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং অপরাধ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছে। আমাদের মতে, এই ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যার মধ্যে কিছু হলো - (i) অপরাধ তদন্ত ব্যবস্থায় অদক্ষতা, যা হয় অযোগ্যতা, নয়তো সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব থেকে উদ্ভূত; (ii) দুর্নীতি বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, যা অপরাধ তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টি করে; (iii) সরকারি কৌঁসুলিদের দক্ষতার অভাব, যারা সঠিকভাবে তদন্ত সংস্থাগুলোকে পরামর্শ দিতে এবং দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, যার ফলে অপরাধ আইনের সঠিক প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছে; (iv) আইনজীবী ও বিচার বিভাগের (যা মূলত আইনজীবীদের থেকেই উঠে আসে) দক্ষতার অভাব, যা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সামগ্রিক দক্ষতার অবনতি ঘটিয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে সারাদেশে সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রবেশ করেছে। যদি এমন একটি মামলায়, যেখানে তিনজন নিহত হয়েছেন এবং পাঁচজনের বেশি আহত হয়েছেন, আইনানুগ বিধানের অনুসারে চার্জ গঠন করা না হয়, তাহলে এর সম্পূর্ণ দায় আইনজীবী এবং বিচারকদের ওপর বর্তায়। এই মামলার আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হলো সাক্ষীদের দীর্ঘ ও অপ্রয়োজনীয় জেরা, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক।

৪৬) উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে, আপিলসমূহ নিষ্পত্তি করা হলো।

---

[২১] নীলাবতী বেহরা (এস. এম. ইউ) ওরফে ললিতা বেহরা (সুপ্রিম কোর্টের আইনি সহায়তা কমিটির মাধ্যমে) বনাম উড়িষ্যা রাজ্য ও অন্যান্যরা, (১৯৯৩) ২ এস. সি. সি ৭৪৬।

বিনুভাই রণছোড়ভাই প্যাটেল বনাম রাজীবভাই দুদাভাই প্যাটেল ১০৭৫

[চেলামেশ্বর, বিচারপতি]

আ দে শ

নথিতে বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে, আমরা মনে করেছি যে শ্রী এস. নাগুমুথু এবং শ্রীমতি তারান্নুম চিমা, এই আদালতকে সহায়তা করার জন্য অভিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত হওয়া উচিত। আমরা তাদের অপরিসীম সহায়তা এবং অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে তাদের অবদানের জন্য রেকর্ডে উল্লেখ করছি।

আমরা আরও মনে করি যে, শ্রী এ. সেলভিন রাজা, যিনি একজন তরুণ আইনজীবী হিসেবে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন, তার প্রচেষ্টার জন্য আমাদের প্রশংসা রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

দিব্যা পান্ডে আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu